314133 - সাঈ-এর পরে দুই রাকাত নামায পড়া কি সুন্নত?

প্রশ্ন

উমরা বা হজ্জের সাঈর পর দুই রাকাত নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সাঈ-এর পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। এক্ষত্রে তাওয়াফের উপর সাঈ-কে কিয়াস করা ঠিক নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সাঈ-এর পরে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন: "সাঈ শেষ করার পর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব; যাতে করে তাওয়াফের মত সাঈ-র শেষে কাজটি হয় এটি। যেমনভাবে তাওয়াফের সূচনা হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূচনার মত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার মাধ্যমে। এই কিয়াসের কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এ ব্যাপারে সরাসরি দলিল রয়েছে। সেটি হলো: আল-মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদাআ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين فرغ من سعيه ، جاء، حتى إذا حاذى الركن ، فصلى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطائفين أحد.

(আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাঈ শেষ করলেন তখন তিনি রুকন বরাবর এলেন এবং মাতাফের (তাওয়াফস্থলের) প্রান্তভাগে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদের মাঝে আর কেউ ছিল না।)[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহিহ ইবনে হিব্বান][ফাতহুল কাদির (২/৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

এই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করা দুটো দিক থেকে ভুল:

এক: হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে: حين فرغ من سُبعه (যখন তিনি সাতচক্কর সমাপ্ত করলেন); হাদিসটির ভাষ্য:(سعيه) (সাঈ শেষ করলেন) নয়। এখানে সাতচক্কর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফের সাতচক্কর।

ইমাম নাসাঈ (২৯৫৯) ও ইবনে মাজাহ (২৯৮৫) এর বর্ণনাতে এসছে:

عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ، جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ .

(আল-মুত্তালবি বনি আবি ওয়াদাআ থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি দখেছেি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাঈ শষে করলনে তখন তনিি মাতাফরে (তাওয়াফস্থলরে) প্রান্তভাগে দুই রাকাত নামায পড়লনে। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদরে মাঝে আর কউে ছলি না।)

এবং ইবনে খুজাইমা (৮১৫) ও ইবনে হব্বিান (২৩৬৩)-এর বর্ণনাতে তাওয়াফরে কথাটি স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত হয়ছে:

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ .

(আল-মুত্তালবি বনি আবি ওয়াদাআ থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি দখেছেি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওয়াফ শষে করলনে তখন তনিি মাতাফরে (তাওয়াফস্থলরে) প্রান্তভাগে এসে দুই রাকাত নামায পড়লনে। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদরে মাঝে আর কউে ছলি না।)

দুই: হাদসিটি দুর্বল। আলবানী 'তামামুল মন্নিাহ' (পৃষ্ঠা-৩০৩) বলনে: উল্লখেতি হাদসিটি দুর্বল। কনেনা সটেি কাছরি বনি কাছরি বনি আল-মুত্তালবি এর বর্ণনা থকেে। এ সনদে তাকে কন্দেে্র করে মতভদে হয়ছে। ইবনে উওয়াইনা বলছেনে: তার থকেে, তার পরবিাররে কোন সদস্য থকেে, তনিি তার নানা আল-মুত্তালবিকে শুনছেনে।

ইবনে জুরাইজ বলছেনে: কাছরি বনি কাছরি আমাকে খবর দয়িছেনে তার পতিা থকেে তনিি তার দাদা থকেে।[সমাপ্ত]

আল-আজমী তার কৃত ইবনে খুজাইমার তাহকীকে (পাঠোদ্ধারে) বলনে: সনদটি দুর্বল। ইবনে জুরাইজ মুদাল্লসি এবং তনিি 'থকেে থকেে' বলে বর্ণনা করছেনে। এর সনদ নয়িে এত মতভদে রয়ছেে যে, তা বস্তিারতি উল্লখে করার সুযোগ এখানে নইে।[সমাপ্ত]

সহহি ইবনে হব্বিানরে 'তাহকীকে' (পাঠোদ্ধারে) শুআইব আল-আরনাউত হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

সারকথা:

সাঈ-এর পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। এক্ষত্রেে তাওয়াফরে উপর সাঈ-কে কয়িাস করা ঠকি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।